বাংলাদেশসহ এশীয় অঞ্চলের মাননীয় সংসদ সদস্যদের আঞ্চলিক সম্মেলন

উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকা, সোমবার, ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪১৯, ১০ ডিসেম্বর ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় স্পিকার আব্দুল হামিদ এ্যাডভোকেট,
কিরঘিজিস্থানের এবং ভারতের বিহার রাজ্যের মাননীয় স্পিকার,
বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যবৃন্দ,
কূটনীতিকবৃন্দ,
সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম এবং Very good afternoon to you all.

সহস্রাব্দ উন্নয়ন সংক্রান্ত সংসদ সদস্যবৃন্দের আজকের এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ডিসেম্বর মাস বিজয়ের মাস। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। বিজয়ের এ মাসে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

আমি আশা করি এই ফোরাম ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়ে তুলতে একটি কার্যকর উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি ২০০০ সালে প্রণীত জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বাস্তবায়নের গতি ও অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা তৈরি করবে।

২০১৫ সালে এমডিজি বাস্তবায়নের সময়সীমা শেষ হচ্ছে। ২০১৫-পরবর্তী নতুন উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। এ নতুন কৌশল প্রণয়নে নতুন উদ্ভাবন, প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রয়োগ এবং উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে বিদ্যমান ডিজিটাল বিভাজনকে বিবেচনায় নিতে হবে।

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১০০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যের দুষ্টুচক্রে বন্দী। এদের জীবনমান উন্নয়নে আমাদের এখনও অনেক কিছু করার বাকী রয়েছে।

স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কারণে সমাজে দারিদ্র্য বিরাজ করে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গেও আজকের দারিদ্র্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরিবেশ বিপর্যয়, সুশাসনের অভাব, এবং ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, নারী-পুরুষ, প্রতিবন্ধিতা, বয়স এবং জাতিগোষ্ঠি বিভেদের কারণেও দ্রারিদ্র্য জেঁকে বসে। কিছুটা অগ্রগতি সত্ত্বেও সাব-সাহারা আফ্রিকা এবং এশিয়া অঞ্চলে দারিদ্র্যের হার এখনও ব্যাপক।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ২০১২ সালের প্রতিবেদনে মানুষের জীবন রক্ষায় এবং মান উন্নয়নে বেসরকারি ও নাগরিক সামাজের সাফল্যের বিষয়টি উঠে এসেছে।। এতে দারিদ্র্য বিমোচন, বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্যতা, বস্তিবাসীর জীবনযাত্রা, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী-পুরুষ সমতা, এইচআইভি চিকিৎসাসহ বিভিন্ন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা হ্রাস, বস্তিবাসীর সংখ্যা কমানো, পয়ঃনিষ্কাশন, বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্যতা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি এখনও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এসব বিষয়ে সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে।

এমডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা চরম দারিদ্র্য অর্ধেকে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার বেশির ভাগ দেশই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নাও করতে পারে।

বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ জনসংখ্যা অধ্যুষিত দক্ষিণ এশিয়া এ ক্ষেত্রে বেশ খানিকটা পিছিয়ে আছে। জয়বায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব এবং সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার ফলে উচ্চ খাদ্য ও জ্বালানি মূল্য এ জন্য অনেকটা দায়ী।

ধারণা করা হচ্ছে, বর্তমান হারে উন্নয়ন চলতে থাকলে ২০১৫ সাল নাগাদ ১০০ কোটি মানুষের দৈনিক ১.২৫ ডলারের কম থাকবে। প্রতি ৫ জন অতি দরিদ্র মানুষের মধ্যে ৪ জনের বসবাস হবে দক্ষিণ এশিয়া এবং সাব-সাহারা অঞ্চলে।

সুধিমন্ডলী,

বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আমাদের গণমুখী নীতি এবং সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নের ফলে বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

বিগত তিন বছর গড়ে প্রায় ৬.৫ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। মূল্যস্ফীতি ১১% থেকে কমে ৪.৯৭% হয়েছে। খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি ১৩ শতাংশ থেকে ২.২৫ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় বেড়ে হয়েছে ৮৫০ মার্কিন ডলার। দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩২০০ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩৫০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। দৈনিক প্রায় ৫৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১২ বিলিয়ন ডলারের উপর।

আমরা গত বছর দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে প্রায় সাড়ে ২৩ কোটি বই বিতরণ করেছি। আগামী বছর ২৭ কোটি বই বিতরণ করা হবে। প্রায় ১৫ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। দেশের ৪৫৮২টি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। আমরা থ্রি-জি মোবাইল যুগে প্রবেশ করেছি।

এরফলে গত সাড়ে তিন বছরে প্রায় ৫ কোটি মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। এমডিজি'র বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নারী-পুরুষ সমতা, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, টিকাদান কর্মসূচি, ম্যালেরিয়া নির্মূল, যক্ষা নিয়ন্ত্রণ এবং বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশনে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের রোলমডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

নারীর ক্ষমতায়ন বিশেষ করে জাতীয় ও স্থানীয় সরকার রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে।

২০০৮ সালের সংসদ নির্বাচনে প্রায় ১৯ শতাংশ আসনে নারী সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। আমরা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৩০ শতাংশ নারী কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। বিভিন্ন স্থানীয় সরকার পরিষদে প্রায় ১৩ হাজার নারী প্রতিনিধিত্ব করছেন।

তথ্য প্রযুক্তির বিস্তারে আমার সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কৌশল হিসেবে আমরা রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন করছি।

তবে ক্ষুধা-দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত, বয়স্ক শিক্ষা, নারী শ্রমিকের পারিশ্রমিক ও বনাঞ্চল বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমাদের এখনও অনেক কাজ করতে হবে।

২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। এ সময়ের মধ্যে আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই যেখানে আমাদের সংবিধানে প্রদত্ত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ মেটানো সম্ভব হবে।

জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। ২০১১ সালে জাতিসংঘের ৬৬তম সাধারণ অধিবেশনে আমি এজন্য জনগণের ক্ষমতায়ন ও শান্তির মডেল উপস্থাপন করেছিলাম। ৬৭তম সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত এই মডেলের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে: ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা।

আমি মনে করি ন্যায়বিচার উন্নয়নের পূর্বশর্ত এবং একমাত্র ন্যায়বিচারই পারে শান্তি নিশ্চিত করতে। আর ন্যায়বিচার তখনই সম্ভব যখন গণতন্ত্র সমুন্নত থাকবে।

গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি বা ঘাটতির ফলে সামাজিক অবিচার বৃদ্ধি পায়। দারিদ্র্য, অসমতা এবং বঞ্চনা বাড়ে। চরমপন্থা এবং সন্ত্রাস উৎসাহিত হয়।

আমি যে শান্তির মডেলের কথা বললাম, তাতে ৬ টি বিষয়ের উপর সমন্বিত এবং সামিগ্রিক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছি। এগুলো হল: (১) ক্ষুধা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ (২) বৈষম্য দূরীকরণ, (৩) বঞ্চনার লাঘব, (৪) বাদপড়া মানুষদের সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি, (৫) মানবিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং (৬) সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটন।

টেকসই এবং সমতাভিত্তিক উন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য এবং এজন্য শান্তির কোন বিকল্প নেই। আমরা দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অসমতা এবং বঞ্চনা দূর করার মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করছি। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, কর্মসংস্থান তৈরি, অব্যাহত প্রবৃদ্ধি অর্জন, মানবসম্পদ উন্নয়নসহ সামগ্রিক উন্নয়নের উপর আমরা গুরুত্ব আরোপ করেছি।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাও উন্নয়ন ও মানুষের মর্যাদা সমুন্নত রাখার পূর্বশর্ত হিসেবে ন্যায়বিচার ও শান্তির কথা বলে। আসুন, সংঘাত বন্ধ করে সকল পর্যায়ে উন্নয়ন, সমতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা করি।

আমি ধনী দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানাব, আসুন ২০০০ সালে বিশ্ববাসীর কাছে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা বাস্তবায়নের জন্য আরও বেশি করে মনোযোগী হই এবং মানুষের মর্যাদা রক্ষা করি।

২০১৫-পরবর্তী রোডম্যাপ তৈরির জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব একটি উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল তৈরি করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই ফোরাম এই প্যানেলের জন্য মূল্যবান সুপারিশমালা প্রণয়ন করবেন।

আপনাদের আলোচনার ফলে নতুন নতুন পন্থা বেরিয়ে আসবে যা একটি নতুন বিশ্ব গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। যেখানে উন্নয়নের মূল প্রতিপাদ্য হবে শান্তি, সমতা এবং ন্যায়বিচার।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...